ঠাণ্ডালড়াই রাজনীতি ঃ চরিত্র ও দায়িত্ব

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে বিশ্বে দু'ই শিবিরের মধ্যে যে বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয় তা ঠাণ্ডালড়াই বা (Cold War) নামে সুপরিচিত। ১৯৪৭ সালে প্রখ্যাত মার্কিন ভাষ্যকার ও চিন্তাবিদ্ ওয়াল্টার লিপম্যান তাঁর রচিত গ্রন্থ "The Cold War" এ প্রথম Cold War শব্দটি চয়ন করেছিলেন পরে এই শব্দটি যুদ্ধোত্তর যুগের স্নায়ুযুদ্ধ সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়।

ঠাণ্ডাযুদ্ধ-এর প্রকৃত চরিত্র কি এবং কার দায়বদ্ধতা বেশী সে বিষয়ে ইতিহাসবিদ্ ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানী মহলে পরস্পর-বিরোধী ধ্যান-ধারণা পরিলক্ষিত হয়। আলোচনার সুবিধার্থে ঠাণ্ডালড়াই-এর চরিত্র সম্পর্কে ইতিহাস চর্চাকে তিনটি শ্রেণীতে পংক্তিবদ্ধ করা যেতে পারে। এ গুলি হল—(১) চিরায়ত ভাষ্য (Traditional interpretation), (২) সংশোধনবাদী ব্যাখ্যা (Revisionist interpretation), (৩) বাস্তববাদী ব্যাখ্যা (Realist interpretation)। প্রথম ব্যাখ্যা অনুসারে সংঘাতের চরিত্র ছিল মূলত আদর্শগত এবং এর জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও সাম্যবাদী মতাদর্শ দায়ী। দ্বিতীয় ভাষ্য অনুসারে সংঘাতের মূলে ছিল অর্থনৈতিক প্রভুত্ব কায়েম করার মার্কিন উদ্যোগ—স্বভাবতই এই ব্যাখ্যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। তৃতীয় ব্যাখ্যা অনুসারে সংঘাতের কারণ ছিল শক্তির রাজনীতি ও বিশেষ প্রভাবাধীন অঞ্চল স্থাপনে সোভিয়েত তৎপরতা এবং এর প্রত্যুত্তরে শক্তিসাম্য বজায় রাখতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া ও বেষ্টনী নীতির অবতারণা।

চিরায়ত ব্যাখ্যা ঃ আদর্শগতদ্বন্দ্ব

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনে সোভিয়েত ইউনিয়নের আচার-আচরণ

সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। একনায়কতন্ত্রী ও সাম্যবাদী রাষ্ট্র রূপে সোভিয়েত রাশিয়ার সম্প্রসারণশীল দৃষ্টিভঙ্গি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে শঙ্কিত করে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন "There is not any difference in totalitarian states—Nazi, Communist or Fascist or Franco or anything else—they are all alike...." মার্কিন নৌ-সচিব জেমস ফরেস্টাল ১৯৪৫ সালের জুন মাসে তাঁর ডায়েরীতে লিখেছিলেন সাম্যবাদী সোভিয়েত রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতি গণতান্ত্রিক দেশগুলির মুক্তপন্থী পরারাষ্ট্রনীতির চেয়ে পৃথক ধরনের— কারণ একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্র বলপ্রয়োগের মাধ্যমে তার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করতে আগ্রহী।

উইনস্টন চার্চিল-এর "The Second World War", হার্বার্ট ফিস্ রচিত "Churchill, Roosevelt and Stalin ও From Trust to Terror : The onset of the Cold War' প্রভৃতি গ্রন্থে জর্জ কেন্নানের 'American Diplomacy' গ্রন্থে সোভিয়েত বিস্তারনীতিকে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের উন্মেষে দায়ী করা হয়েছে। এছাড়া সোভিয়েত বিস্তারনীতির মূল উদ্দেশ্য সাম্যবাদের প্রসার ও পুঁজিবাদী সমাজের সঙ্কোচন। এই প্রসঙ্গে অনেকে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী স্টালিন এক ভাষণে কমিউনিজম ও পুঁজিবাদে মৌলিক বৈপরীত্য ও সংঘাতের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর ভাষণের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল যে সাম্যবাদ জয়ী না হওয়া পর্যন্ত কমিউনিস্ট ও পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে অবিরাম সংঘর্ষ অপ্রতিরোধ্য। প্রাক্তন সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী ম্যাকিসম লিটভিনভও মন্তব্য করেছিলেন যে ঠাণ্ডা লড়াই-এর অন্তর্নিহিত কারণ হ'ল আদর্শবাদী ধ্যানধারণা। বস্তুতপক্ষে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বরাজনীতিতে যে দ্বিমেরুকরণ (bi-polarism) শুরু হয় তার চরিত্র হ'ল আদর্শগত সংঘাত। দু'টি পরস্পর-বিরোধী জীবন চর্চা একে অন্যের সঙ্গে আপোসহীন সংঘাতে লিপ্ত হয়। মার্কিন লেখক জন স্পেনিয়ার মনে করেন যে সোভিয়েত শাসন জার স্বৈরতন্ত্র অথবা পাশ্চাত্য গণতন্ত্রী ব্যবস্থার কোনটাই ছিল না, সুতরাং ঐ শাসনের বৈধতা জাহির করার জন্য আদর্শগত ভিত্তির ওপর উপস্থাপিত করার প্রয়োজন দেখা দেয়—অনুরূপভাবে বাইরে সম্প্রসারণবাদী তৎপরতাকে বৈধতাদানের জন্য আদর্শগত সংঘাত-এর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। সোভিয়েত নেতৃত্ব তাই প্রয়োজনের তাগিদে আদর্শগত সংঘাতের অবতারণা করে। স্পেনিয়ার মন্তব্য করেছেন "The Soviet leadership not only required a foreign enemy but the ideology that legitimated its power also conveniently defined that enemy"— (American Foreign Policy since World War II, পৃ: ২৩)।

সংশোধনবাদী ব্যাখ্যা ঃ যদিও ষাটের দশক থেকে ঠাণ্ডা যুদ্ধের চরিত্র ও দায়িত্ব নিয়ে সংশোধনবাদী ব্যাখ্যা প্রচলিত হয়। কিন্তু এ বিষয়ে পথিকৃৎ ছিলেন ওয়াল্টার লিপম্যান। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "The Cold War" গ্রন্থে জর্জ এফ. কেন্নান এর সোভিয়েত-বিরোধী বেষ্টনী তত্ত্বকে নস্যাৎ করার উদ্দেশ্য নিয়ে লিপম্যান দেখিয়েছেন মহাশক্তিমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব ইওরোপে রাশিয়ার বিশেষ স্বার্থকে বাধাদান করে সোভিয়েত রাশিয়াকে অনমনীয় করে তুলেছিল। পরবর্তী কালে লিপম্যান উপস্থাপিত বক্তব্যকে সংশোধনবাদী ঐতিহাসিকেরা সমর্থন করেন, তবে তাঁদের ব্যাখ্যায় সংঘাত নিছক রাজনৈতিক ছিল না-এর মূলে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। ডি. এফ. ফ্লেমিং তাঁর দু'ই খণ্ডে রচিত গ্রন্থে ("The Cold War and its Origins 1917-1960") দেখিয়েছেন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান পূর্ববর্তী রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট অনুসৃত পররাষ্ট্র নীতি থেকে সরে এসে প্রথম থেকেই রাশিয়ার সঙ্গে বিদ্বেষ মনোভাব গ্রহণ করেন। তাঁর মতে ১৯৪৫ সালের এপ্রিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েত-বিরোধী ধারণা প্রতিফলিত

হয় এবং ট্রুম্যান রাশিয়াকে পোল্যাণ্ডে নীতি পরিবর্তনের নির্দেশ দেন। না হলে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেন। ফ্লেমিং-এর মতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনিচ্ছাসত্ত্বে শুধুমাত্র সোভিয়েত সম্প্রসারণ প্রতিরোধের জন্যই ঠাণ্ডা লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়নি—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি বিশ্বের প্রধানতম শক্তিতে পরিণত হয় এবং সক্রিয় বিশ্বনীতি অনুসরণ করার মত মানসিকতা ও সহায় সম্পদ ছিল। উইলিয়াম এ. উইলিয়মস ও লয়েড গার্ডনার প্রমুখের মতে হয়তো ঠাণ্ডা লড়াইয়ের প্রারম্ভিক পর্ব ছিল অবধারিত—কিন্তু পরে সদিচ্ছা থাকলে তা প্রশমিত করা যেতো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বব্যাপী সাম্যবাদ-বিরোধী ক্রুশেড ঘোষণা পরিস্থিতির অবনতি ঘটায়। সংশোধনবাদী ব্যাখ্যার একটি বক্তব্য হ'ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়ার প্রভাবাধীন অঞ্চল রূপে পূর্ব-ইওরোপকে ছেড়ে দিলে, সোভিয়েত রাশিয়া প্রতি-আক্রমণের পথ নিত না। অধ্যাপক ডেভিড হরোউইজ মনে করেন (গ্রন্থের নাম 'From Yalta to Vietnam') যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল যুদ্ধের দ্বারা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত—১৫ থেকে ২০ মিলিয়ন সোভিয়েত জনগণের জীবননাশ হয়, ১৭১০টি শহর ও ৭০,০০০ গ্রাম বিধ্বস্ত হয় এবং ৩১,৮৫০টি শিল্পসংস্থা বিনষ্ট হয়। এই অবস্থায় রাশিয়ার পক্ষে সম্প্রসারণের পথ নেওয়া অথবা বিশ্বব্যাপী সাম্যবাদ প্রসারের পরিকল্পনা অনুসরণ করা অকল্পনীয় ছিল। বস্তুতপক্ষে স্টালিন একটি আত্মমুখী রক্ষণাত্মক নীতির (Self-containment) পক্ষপাতী ছিলেন—শুধুমাত্র পার্শ্ববর্তী পূর্ব ইওরোপে রাশিয়ার স্বার্থে কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবাধীন বলয় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। আইজাক ডয়েশার রচিত স্টালিনের জীবনী গ্রন্থে স্টালিনের রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে। এমনকি তিনি চীন, ইতালী, ফ্রান্স, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি দেশে কমিউনিস্ট পার্টিকে সংযত আপোসমুখী নীতি অনুসরণ করতে নির্দেশ দেন। হরোউইজ মন্তব্য করেছেন—"He did what he could to discourage the Communist parties from making bids for power and from jeopardizing his relations with his war-time allies." (From Yalta to Vietnam, পৃ: ৮৭)।

গার অ্যালপারোভিজ (Gar Alperovitz) মনে করেন (গ্রন্থের নাম 'Atomic Diplomacy') যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আণবিক বোমার একচেটিয়া অধিকারী হওয়ায় তার মনে অদম্য আত্মবিশ্বাস দেখা দেয়—তাই যুদ্ধকালীন সহাবস্থান নীতির প্রতি নিরাসক্ত হয়ে ওঠে। এই মানসিক পরিবর্তনের প্রতিফলন দেখা যায় প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের আচরণ ও কার্যকলাপে—তিনি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, এফ. ডি. রুজভেল্ট-এর বোঝাপড়ার নীতির পরিবর্তে সংঘাতপূর্ণ নীতি (Policy of confrontation) অনুসরণ করেন। এই জন্যই ইয়াল্টা সম্মেলনে মার্কিন আপোসমুখী মনোভাবের এক বছরের মধ্যেই মার্কিন মনোভাব জঙ্গী-উদ্ধত হয়ে উঠেছিল।

তবে অ্যালপারোভিজ অন্যান্য সংশোধনবাদী ঐতিহাসিকদের চেয়ে কিছুটা নমনীয় অবস্থান গ্রহণ করেছেন। তাঁর বক্তব্য হল ঠাণ্ডা যুদ্ধের আগমনে শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একতরফাভাবে দায়ী করা যুক্তিযুক্ত নয়। সোভিয়েত রাশিয়াও তার আচার-আচরণে নমনীয়তা দেখায়নি এবং পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলেছিল। অ্যালপারোভিজ লিখেছেন "The Cold War cannot be understood simply as an American response to a Soviet challenge but rather as an insidious interaction of mutual suspicions, blame for which must be shared by all."

গ্যাব্রিয়েল কলকো (Gabriel Kolko) রচিত 'The Politics of War : The World and United States Foreign Policy, 1943-1945' গ্রন্থে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের চরিত্র সম্বন্ধে

অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের প্রধানতম অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়—এই অর্থনৈতিক শক্তিকে নিয়োজিত করে বিশ্ব অর্থনীতির পরিচালিকা শক্তিতে পরিণত হ'তে চেয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি নির্ধারকরা অর্থনৈতিক প্রাধান্য স্থাপনের জন্য বিদেশ নীতিকে বিন্যস্ত করতে চেয়েছিলেন—গণতান্ত্রিক ও মুক্তপন্থী ভাবাদর্শকে ব্যবহার করেছিলেন। এই ভাবাদর্শের আচরণ বিশ্বরাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মুক্তিদাতা ও পরিত্রাতা হিসাবে তুলে ধরবে। যেহেতু মার্কিন বিদেশনীতির অর্থনৈতিক লক্ষ্য পূরণের প্রধানতম বাধা ছিল কমিউনিস্ট ভাবাদর্শ—তাই সাম্যবাদ-বিরোধী ধর্মযুদ্ধের মতাদর্শ উপস্থাপিত করা হয়েছিল। অধ্যাপক, কলকো মনে করেন, ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুক্তপন্থী বাণিজ্য অর্থনীতির ভিত্তিতে বিশ্ব অর্থনীতিকে বেঁধে ফেলতে চেয়েছিলেন। মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব কর্ডেল হাল এই অর্থনৈতিক আধিপত্যের প্রধানতম প্রবক্তা ছিলেন।

সংশোধনবাদী ব্যাখ্যার চরম প্রতিফলন পড়েছে নব্যবাম ঐতিহাসিকদের (New left historians) মধ্যে। তাঁরা ঠাণ্ডা যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্বকে শুধুমাত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরবর্তী পটভূমির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে রাজী নন, অথবা তাঁরা ঠাণ্ডা লড়াই-এর উন্মেষে মার্কিন দায়িত্বকে ট্রুম্যানের ব্যক্তিগত ভুলত্রুটির নিরিখে বিচার করতে আগ্রহী নন। তাঁদের ভাষ্যে চল্লিশ , পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির সম্প্রসারণবাদী প্রবণতার উৎস বিগত শতকের শেষে স্পেনীয়-মার্কিন সংঘাতের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন। উইলিয়াম অ্যাপলম্যান উইলিয়ামস্ "The Tragedy of American Diplomacy" এবং "The Contours of American History" এই দুই গ্রন্থে দেখিয়েছেন ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রসারণবাদী তৎপরতা দেখিয়েছে—তবে ১৮৯০ সালে এর পরিধি পশ্চিমী গোলার্ধে আর সীমাবদ্ধ রইল না, মুক্তদ্বার নীতির সূত্র ধরে তা সুদূর-প্রাচ্যে প্রসারিত হল। উইলিয়ামস্-এর বক্তব্যকে ওয়াল্টার লেফেবার সমর্থন করেছেন। গ্যাব্রিয়েল কলকো তাকে চূড়ান্ত রূপ দিয়েছেন।

ঠাণ্ডালড়াই রাজনীতি ঃ বাস্তববাদী ব্যাখ্যা

চিরায়ত ও সংশোধনবাদী ঐতিহাসিকগণ পরস্পর-বিরোধী ধারণা ব্যক্ত করেছেন। এই দুইয়ের মধ্যে মধ্যবর্তী অবস্থান গ্রহণ করেছেন বাস্তববাদী ব্যাখ্যার প্রবক্তাগণ। তাঁরা সংশোধনবাদীদের মতো মার্কিন বেষ্টনী নীতিকে নস্যাৎ করেন নি, তাঁদের চোখে এর প্রয়োজনীয়তা ছিল। আবার চিরায়ত ব্যাখ্যার সমর্থকদের মত কট্টর নৈতিক ও আদর্শবাদী মনোভাব গ্রহণ করেন নি। জাতীয় স্বার্থের সংঘাত, শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও শক্তিসাম্য নীতির দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁরা ঠাণ্ডা লড়াই-এর আগমন ও তার চরিত্র তুলে ধরেছেন। তাঁরা একতরফা ভাবে কোন পক্ষকে শুধুমাত্র দায়ী করেন নি। লুই. জে. হ্যালে কৌতুক করে লিখেছেন যে এ যেন একটি বোতলে বিষাক্ত বিছে ও মাকড়সা আবদ্ধ হয়ে একে অন্যের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত ("If you put a scorpion and a tarantula together in a bottle the objective of their self preservation will impel them to fight each other to the death." The Cold War as History, পৃষ্ঠা Xiii). বাস্তববাদী ঐতিহাসিকেরা মনে করেন ঠাণ্ডা লড়াই আগমনে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষই দায়ী ছিল অথবা কেউই দায়ী ছিল না। দুই পক্ষই সীমিত উদ্দেশ্য নিয়ে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে চেয়েছিল, কিন্তু পৌনঃপুনিক ভাবে সংঘাতের ক্ষেত্র প্রসারিত হয় এবং ঠাণ্ডা যুদ্ধ এক সার্বিক চরিত্র ধারণ করে।

বাস্তববাদী ব্যাখ্যার প্রধান দুই প্রবক্তা হলেন হ্যানস্ জে মরগ্যানথো ও লুই. জে. হ্যালে মরগ্যানথো "In Defence of the National Interest : A critical Examination of

American Foreign Policy" গ্রন্থে দেখিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোন ধারাবাহিক সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করেনি এবং সোভিয়েত সম্প্রসারণ নীতিকে সাম্যবাদী মতাদর্শের সঙ্গে অঙ্গীভূত করে অদূরদর্শিতার পরিচয় দেয়। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পুঁজিবাদী প্রতিবিপ্লবী জগতের কর্ণধার রূপে চিহ্নিত করেছিল।

অধ্যাপক লুই. জে. হ্যালে ঠাণ্ডা লড়াই-কে আদর্শ গত সংঘাত বলে মনে করেন না, আবার তাঁর মতে ঠাণ্ডালড়াই কোন অভিনব ঐতিহাসিক প্রবণতা ছিল না। তিনি এই সংঘাত-কে মূলত ক্ষমতার রাজনীতি ও শক্তিসাম্য থেকে উদ্ভূত প্রক্রিয়া বলে চিহ্নিত করেছেন। হ্যালে মনে করেন নেপোলিয়নের যুদ্ধ ও দু'টি মহাযুদ্ধের উৎস যেমন কোন একটি রাষ্ট্রের সামরিক আগ্রাসনের মধ্যে নিহিত ছিল, অনুরূপ ভাবে ঠাণ্ডা লড়াই এক নতুন শক্তিমান রাষ্ট্রের সম্প্রসারণশীল তৎপরতার পরিণতি, সম্প্রসারণবাদী রাষ্ট্রকে প্রতিহত করার জন্য যেমন শক্তিজোট গড়ে উঠেছিল এক্ষেত্রেও সম্প্রসারণ প্রতিহত করতে একটি পাল্টা জোট গড়ে উঠেছে। হ্যালে মন্তব্য করেছেন "This new challenge to the balance of power, and the reaction of the Atlantic World under American leadership, represents the genesis of the cold war" (The Cold War as History, লণ্ডন, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা ৭-৮)।

হ্যালে দেখিয়েছেন পূর্বতন সংঘর্ষগুলির মত এবারেও ইওরোপীয় মহাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা ও অস্থিরতা নতুন সংঘাতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। তবে পূর্বের মত ইওরোপের কেন্দ্রস্থলে কোন শক্তির বিস্তার নীতি নতুন সংঘাত সৃষ্টি করেনি। যদিও ইওরোপীয় রাজনীতির পরিবর্তিত পরিস্থিতি থেকেই ঠাণ্ডা লড়াই উদ্ভূত হয়েছে, কিন্তু এই সংঘাতের কুশীলব মূলত দু'টি অ-ইওরোপীয় মহাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। অবশ্য ইওরোপের বাইরে পশ্চিম গোলার্ধে অবস্থিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত রাশিয়া সংঘাতে লিপ্ত হলেও ইওরোপের রাজনীতিই ক্ষমতার লড়াই-এর কেন্দ্রস্থল এবং ইওরোপীয় শক্তিসাম্য সংরক্ষণ ঠাণ্ডা লড়াইয়ের কেন্দ্রীয় বিষয়। তাই অধ্যাপক হ্যালে ঠাণ্ডা লড়াইকে চিরায়ত ক্ষমতার দ্বন্দ্বের পুনরাবৃত্তি বলেছেন। তাঁর ভাষায় "Like its predecessors the Cold War has been a world wide power contest in which one expanding power has threatened to make itself predominant, and in which other powers have banded together in a defensive coalition to frustrate it—as was the case before 1815, as was the case in 1914-1918, as was the case from 1939-1945." (ঐ পৃষ্ঠা ৮-৯)।

তবে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সঙ্গে পূর্বতন তিনটি যুদ্ধের একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য চোখে পড়ে। পূর্বতন যুদ্ধগুলি ছিল সামরিক সংঘর্ষ, পক্ষান্তরে ঠাণ্ডা লড়াই বহিরঙ্গের দিক থেকে কোন রক্তাক্ত সংঘর্ষ ছিল না, যদিও এখানে ওখানে রক্ত ঝরেছে, কিন্তু দু'ই মূল প্রতিপক্ষ মহাশক্তি কখনও জীবনমরণ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়নি। দু'ই প্রতিপক্ষ ভৌমিক ও আঞ্চলিক স্থিতাবস্থা রক্ষা করতেই বেশী আগ্রহী ছিল। অধ্যাপক হ্যালের মতে যেটুকু রক্তপাত ঘটেছে তা ছিল আকস্মিক অথবা ঘটনাচক্রের পরিণতি ("It has not been a war in which fighting and bloodshed have had anything except an incidental or an accidental role"—ঐ, পৃষ্ঠা ৮)।

অধ্যাপক হ্যালে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের আগমনে সোভিয়েত রাশিয়াকে মূলত দায়ী করেছেন। সোভিয়েত নেতৃত্বের অনমনীয় মনোভাব (১৯৪৭ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে) প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বোঝাপড়ার সম্ভাবনা বিনষ্ট করেছিল। হ্যালে মনে করেন রাশিয়া এতটা

উত্তেজনাপ্রবণ না হলে বোধ করি যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি নিয়ে একটা গ্রহণযোগ্য মীমাংসায় পৌছন যেত। রাশিয়ার অনমনীয় মনোভাবের মূলে ছিল পাশ্চাত্য জগতের শক্তি সম্পর্কে স্টালিনের সঠিক বিচার-বিবেচনার অভাব ও পাশ্চাত্য জগতের বিদ্বেষমূলক ধারণা সম্পর্কে অতিশয়োক্তি ("It is clear that in the summer of 1947 Stalin both underestimated the intrinsic strength of the west and overestimated its hostile intentions"-ঐ পৃ: ১৪৭)। স্টালিন ভেবেছিলেন পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী অর্থনীতি এখন গভীর সংকটে, তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এর থেকে রেহাই পাবে না। অন্যদিকে আণবিক অস্ত্রে সজ্জিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণমুখী ধারণা সম্পর্কে স্টালিন প্রচণ্ড রকম আশঙ্কা বোধ করেছিলেন। এই আশঙ্কা থেকেই পূর্ব ইওরোপে ১৯৪৭-৪৮ সালে স্টালিন নির্মমভাবে কেন্দ্রীভূত আধিপত্যবাদী ব্যবস্থা বলবৎ করতে উদ্যত হন। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে কমিনফর্ম প্রতিষ্ঠা করা হয়। কমিনফর্মের উদ্বোধনী সম্মেলনে সুস্পষ্ট ভাবে পাশ্চাত জগতের বিরুদ্ধে সার্বিক সংগ্রামের আহ্বান জানানো হয়। ঐ সম্মেলনে ঘোষণা করা হল যে যুদ্ধের পর সমগ্র বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী ও স্বৈরতান্ত্রিক শিবির এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং সর্বশক্তি দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের ঘৃণ্য আক্রমণাত্মক অভিসন্ধি বিনষ্ট করতে হবে (হ্যালে -ঐ, পৃ: ১৫৫-১৫৬)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও সোভিয়েত চ্যালেঞ্জ-এর পাল্টা জবাব দিতে বিলম্ব করল না। ১৯৪৮ সালের ১৭ই মার্চ রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান মার্কিন কংগ্রেসে তার বিশেষ বাণীতে জানালেন যে মুক্ত দুনিয়া তাদের রক্ষার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবে এবং সোভিয়েত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করবে।

চারিত্রিক বিচারে অধ্যাপক রিচার্ড ক্রকেট মনে করেন ঠাণ্ডা লড়াই রাজনীতি আদর্শগত সংঘাত ছিল না, কেননা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইওরোপে রাজনৈতিক শূন্যতা সৃষ্টি হয় এবং দুই মহাশক্তি রূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার উত্থান ঠাণ্ডা লড়াই-এর বাস্তব পটভূমি রচনা করে। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের দুর্বলতা ও জার্মানির পতনের ফলে মধ্য ও পূর্ব ইওরোপে সোভিয়েত রাশিয়া অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত হয়—তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিন্ন আর কারোর পক্ষে রাশিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ছিল না। শক্তি সংঘাতের রাজনীতি ক্রমশ আদর্শগত আবরণ ধারণ করে। আদর্শগত সংঘাত মূল কারণ হলে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ঠাণ্ডা যুদ্ধ শুরু হতো। কিন্তু ১৯৪৭ সালে ঠাণ্ডা যুদ্ধ শুরু হয়েছিল কারণ সে সময় আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক কাঠামোয় গুণগত পরিবর্তন ঘটে, তথাপি বলা চলে মতাদর্শগত সংঘাত শক্তি সংঘাতের চরিত্রকে আরও ঘনীভূত উদ্বেল করে তুলেছিল। অধ্যাপক ক্রকেট মনে করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সমধর্মীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও মতাদর্শের অনুসরণকারী হলেও তাদের মধ্যে সংঘাত অপ্রতিরোধ্য ছিল ("The ideological conflict certainly gave the cold war its characteristic quasi-religious intensity, but it is difficult to believe that the US-Soviet relationship would have been conflict free, even had they possessed similar political systems and social values"-The fifty years war 1941-1991, পৃ: ৮৮)।

সাম্প্রতিক ঐতিহাসিকগণ যেমন ঠাণ্ডা যুদ্ধকে নিছক আদর্শগত সংঘাত বলে মনে করেন না, অন্যদিকে আবার ঠাণ্ডা লড়াই-কে যুদ্ধ ও সংঘর্ষের অনুঘটক (catalyst) বলে না মনে করে আন্তর্জাতিক স্থায়িত্ব ও শক্তি সংরক্ষক বলে অভিহিত করেছেন। মার্কিন লেখক জন গ্যাডিস The Logn Peace : inquiries into the History of the Cold War গ্রন্থে (১৯৮৭ খ্রীঃ) ঠাণ্ডাযুদ্ধকে যুদ্ধজনিত পরিস্থিতিরূপে বিচার না করে দীর্ঘসূত্রী শান্তির পরিচায়ক বলে চিহ্নিত করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে ঠাণ্ডা যুদ্ধ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে জটিলতা ও

উত্তেজনা দৃষ্টি করলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী ব্যবস্থা একটি "আত্মনিয়ন্ত্রণকারী" (self regulating) ব্যবস্থা রূপ নিয়েছে এবং চার দশক কাল ধরে পৃথিবী বড় মাপের সংঘাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে। এই অর্থে অধ্যাপক গ্যাডিস ঠাণ্ডা যুদ্ধের যুগকে দীর্ঘ শান্তির (The long peace) যুগ বলতে চেয়েছেন। এর কারণ হল আন্তর্জাতিক রাজনীতির কাঠামো দ্বি-মেরুকরণের ফলে দু'ই মহাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়েই প্রচলিত কাঠামোর স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে আগ্রহান্বিত ছিল। যদিও ইরান (১৯৪৬), গ্রীক (১৯৪৭), বার্লিন (১৯৪৮), কোরিয়া (১৯৫০), হাঙ্গেরী সংকট (১৯৫৬), সুয়েজ সংকট (১৯৫৬), বার্লিন সংকট (১৯৫৯), ইউ-টু (U_2) ঘটনা (১৯৬০), কিউবা সংকট (১৯৬২), আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ (১৯৬৭,১৯৭৩), ভিয়েতনাম সমস্যা (১৯৬৫-১৯৬৮), আফগানিস্তান (১৯৭৯), পোল্যাণ্ড (১৯৮১) এই সমস্ত সংকটকে কেন্দ্র করে দুটি মহাশক্তি ব্যাপক সংঘর্ষে লিপ্ত হতে পারতো। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হয়নি। আশ্চর্যের কথা দুই মহাশক্তি পারস্পরিক সংঘর্ষে না জড়িয়ে পড়ে তৃতীয় শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংঘর্ষে সংশ্লিষ্ট হয়েছে। কোরিয়া ও ভিয়েতনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়ন দীর্ঘ সশস্ত্র অভিযানে লিপ্ত হয়।

অধ্যাপক গ্যাডিস মনে করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অথবা সোভিয়েত ইউনিয়ন কেউ অন্যকে নিশ্চিহ্ন করতে চায় নি। যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে জার্মানী ও জাপানের মত একনায়কতন্ত্রী সমরবাদী রাষ্ট্র বলে মনে করতো, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেমন এই দুটি দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বিলুপ্ত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে সর্বাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল, সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে সে রকম সার্বিক সংঘর্ষে জড়িত হতে চায়নি। আসলে মার্কিন বেষ্টনী-নীতি সোভিয়েত রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বিলুপ্ত করতে চায়নি, সংযত করতে চেয়েছিল এবং সোভিয়েত নেতৃত্বের মানসিকতা বদলাতে চেয়েছিল। অন্যদিকে স্টালিন দুই পরস্পর-বিরোধী শিবিরের মধ্যে অনিবার্য সংঘর্ষের কথা বললেও রাশিয়ার নিরাপত্তা রক্ষাই তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য ছিল। স্টালিন পরবর্তী কালে সোভিয়েত নেতৃত্ব যুদ্ধনীতির স্থলে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ওপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন। আসলে দুই মহাশক্তির কেউই নিজ নিজ দেশের স্বার্থের চেয়ে আদর্শগত সংঘাতকে অগ্রাধিকার দিতে চায়নি। গ্যাডিস বিষয়টিকে পরিহাসচ্ছলে ট্যাঙ্গো নৃত্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন, দুই পক্ষকেই প্রাণবন্ত ও হৃষ্টপুষ্ট না হলে চলবে না (International systems like Tangoes, require at least two reasonably active and healthy participants- গ্যাডিস, প্রাগুক্ত পৃ: ২৪৪-২৪৫)। গ্যাডিসের মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক নয়। সোভিয়েত রাশিয়ার বিপর্যয় দ্বি-মেরুকরণ রাজনীতির অবসান ঘটায় এবং এর সূত্র ধরে ঠাণ্ডা যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

এজন্য বলা হয়ে থাকে দ্বি-মেরুকরণ কাঠামো থেকে উদ্ভুত ঠাণ্ডাযুদ্ধ যুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আশ্চর্যরকম ভাবে স্থায়িত্ব ও ভারসাম্য বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিল। গ্যাডিসের ভাষায় বলা যায় "The Cold War, with all of its rivalries, anxieties and unquestionable danger has produced the longest period of stability in relations among the great powers that the world has known in this century."(গ্যাডিস, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৪৫)।